দৈনিক সংবাদ

093

তারিখ ... 26 MAR 1988

পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ চাই

॥ ১ ॥

অনেকদিন অপেক্ষায় থেকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭--৮৮ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির তারিখ দেখলাম। কিন্তু 'খ' ইউনিটের তারিখ দেখে হতবম্ব হয়ে গেলাম। কারণ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ' ইউনিটের তারিখ আগেই দেয়া হয়েছে ১২-৪-৮৮ তারিখে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩-৪-৮৮ তারিখে। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে ভর্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে তাই সব ছাত্র-ছাত্রীই অন্তত: ২/৩টি জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দেয়। আমাদের মত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কথাতো বাদই দিলাম। বোর্ডে ষ্ট্যাণ্ড করা ছাত্র-ছাত্রীরাও মেডিক্যাল, বুয়েট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। কিন্তু কোন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে সম্ভব না ১২-৪-৮৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে পরের দিন সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিবে। যে কোন এক জায়গায় দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এক জায়গায় পরীক্ষা দিয়েওতো নিশ্চয়তা নেই। তাই আমরা দো'টানায় ভুগছি। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে রাতের গাড়ীতে বাসে যেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়া মানে জীবনের বিরাট ঝুঁকি। কারণ, আজকাল প্রায়ই রাতের কোসগুলোতে দুর্ঘটনা ঘটছে।

সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দিয়ে আমাদের হতাশামুক্ত করুন। অথবা রোজার কারণে পিছানো সম্ভব না হলেও এতদিন যখন অপেক্ষা করলাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা রোজার পরে হলে দোষ কি? কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন' পেশ করলাম।

ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে-
কানিজ তাসমিন, নাজনীন
পারভীন ও মাসুদ কারগার
(রানা),
রাজবাড়ী।

॥ ২ ॥

আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় ছিলাম। সুখের বিষয় সম্প্রতি প্রায় সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ই ভর্তির তারিখ ঘোষণা করেছে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে:

২৮-৩-'৮৮ সামুদ্রিক বিজ্ঞান (চ,বি)
৮-৪-'৮৮ 'ক'ইউনিট (ঢা,বি)
১০-৪-'৮৮ 'ক'ইউনিট (রা,বি)
১১-৪-'৮৮ 'ঘ'ইউনিট (রা,বি)
১২-৪-'৮৮ বি,আই,টি (চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনা)
১৩-৪-'৮৪ 'ক'ইউনিট (চ,বি)
১৪-৪-'৮৮ 'ঘ'ইউনিট (চ,বি)
১৫-৪-'৮৮ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সম্ভবত)
১৬-৪-'৮৮ 'ঘ'ইউনিট (ঢা,বি)

আমরা যারা উপরোক্ত সবকয়টি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে চাই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাতে কিভাবে অবতীর্ণ হব। কেন আমরা সবক'টি প্রতিষ্ঠানের ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছি তা কর্তৃপক্ষের অজানা নয়।

কাজী মামুন, মোঃ তারেক সরকার ও মোঃ মনির হোসেন, কুমিল্লা।

এ কেমন অংক?

আমাদের নবম-দশম শ্রেণীর পাটিগণিত-এর ২ অনুশীলনীর ২৬ নং ঐকিক নিয়মের অংকটিতে দেয়া আছে, "১২জন পুরুষ ও ১০ জন বালক কোন কাজের $\frac{২}{৯}$ অংশ ৩ দিনে এবং ৪ জন পুরুষ ও ৫ জন বালক ঐ কাজের $\frac{২}{২৭}$ অংশ ৭ দিনে করে। আপনারা অংকটি করলে দেখতে পাবেন যে, ১২জন পুরুষ এবং ১০ জন বালকের ১দিনের কাজ বের হয় $\frac{২}{২৭}$ অংশ। কিন্তু ১২জন পুরুষের ১দিনের কাজ বের হবে $\frac{৪}{৭৫}$ অংশ। এখানে $\frac{৪}{৭৫} \times \frac{২}{২৭}$ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বালকরা কাজ না করে, কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। উক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, অংকটি সম্পূর্ণরূপে ভুল। পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের মনে হয় এ অযৌক্তিক দিকটি এখনও নজরে পড়েনি। সাথে সাথে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীও বই প্রদত্ত উত্তরমালার উত্তর দেখে অংকটি কষে যাচ্ছেন। কিন্তু তারা আসল অংকটি বিশ্লেষণ করে দেখছেন না। এ ব্যাপারে পুস্তক প্রণেতা ও বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাহীন/সেকান্দর,
জহুরুল হক হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সরিষাবাড়ী কলেজের সরকারীকরণ চাই

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায় উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ সালে সরিষাবাড়ী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এই মহাবিদ্যালয়টি। বর্তমানে সরিষাবাড়ী কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৫ সহস্রাধিক। কিন্তু সে তুলনায় কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা অত্যন্ত কম। বিজ্ঞান বিভাগে কোন ডেমোনেষ্ট্রেটর নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জ্ঞান যথাযথভাবে আহরণ করতে পারছে না। ১৯-৬৯-৭০ সালে বি, এ, বি, কম কোর্স খোলা হলেও ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে এবং অর্থাভাবে বি,এসসি কোর্স আজ পর্যন্ত খোলা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও কলেজে আরো অনেক সমস্যা রয়েছে। দূরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজে কোন পূর্ণাঙ্গ ছাত্রাবাস নেই। খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের অভাব প্রকট। এরকম নানা ধরনের অভাব, অভিযোগ, সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সরিষাবাড়ী কলেজ লেখাপড়ায় ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে জামালপুর জেলা এবং পূর্বের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় সরিষাবাড়ী কলেজের স্থান প্রথম সারিতে। উপরোক্ত বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, অসুবিধা দূরীকরণার্থে বর্তমানে সরিষাবাড়ী কলেজের সরকারীকরণ জরুরী হয়ে পড়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সরিষাবাড়ী কলেজের অনেক পরে স্থাপিত পার্শ্ববর্তী কয়েকটি কলেজকে ইতিপূর্বেই সরকারীকরণ করা হয়েছে। এব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুল মোহাইমেন পল্লব
বদিউজ্জামান বদি, সরিষাবাড়ী,
জামালপুর।

আদিনা কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র কেন বাতিল করা হল?

গত ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৪ বাং দৈনিক 'সংবাদ'-এর পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে বর্ণিত "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল" প্রসঙ্গে যে কারণ দেখানো হয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেলের তথা সিণ্ডিকেটের প্রতি আস্থা সমুন্নত রাখতে কষ্ট হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয়েছে সেটা বড় কথা নয়। তবে যে কারণ দেখানো হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আদিনা কলেজে গত ডিগ্রী পরীক্ষার হয় সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি নতুবা গতানুগতিক প্রবাহের সাথে 'যা' ইচ্ছা তাই' নীতির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিদ্যাপীঠে হওয়া উচিত নয়।

দেশের বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত খবরে সে সময় বলা হয়েছিল যে, 'নকল করতে না দেয়ায় আদিনা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা (ডিগ্রী) বন্ধ। সেখানে নকলবিরোধী পদক্ষেপের জন্য শিক্ষকদের প্রশংসা করা হয়। যা ঘটেছিল সেটা স্থানীয় জেলা প্রশাসকের সম্মুখে। অবশ্য নকল করতে দিলে কি হত বলা যায় না তবে প্রকাশিত খবর পড়ে মনে হচ্ছে অন্তত: পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হত না।

এহেন তদন্ত বিহীন সিদ্ধান্তে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সমর্থ?

এনামুল কবির,
উপজেলা: শিবগঞ্জ,
জেলা: নবাবগঞ্জ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজানের ছুটি কমান

গত ৩০শে ফাল্গুন '৯৪ 'রমজান ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি কমান' শিরোনামে 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত জনৈক ছাত্রের চিঠির বক্তব্যের সাথে আমিও একমত। দেশের প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট এখন যেন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বিভিন্ন অঘোষিত বন্ধের উপর আমাদের কোনো হাত নেই, 'অদৃশ্য' হাতের ছোঁয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 'বিশ্রাম কাজের অঙ্গ' এই মহৎ বাণী পালন করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন হচ্ছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। সংগত কারণেই শিক্ষাশেষে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর চাকরির বয়:সীমা শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ তথা বিবেকবান প্রতিটি মানুষের, অভিভাবকের এগিয়ে আসা উচিত। আর সেজন্য দরকার ছাত্র-ছাত্রীদের সহজ সুন্দর দাবী রমজানের, গ্রীষ্মের, শীতের দীর্ঘকালীন ছুটিগুলো কাট ছাঁট করা। শ্রমজীবী, পেশাজীবী, তথা সর্বস্তরের মানুষ রোজা রাখার পাশাপাশি (পবিত্র রমজানের সিয়াম সাধনায় নিয়োজিত থেকে) নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও কর্মবিরতি ছাড়াই আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে রোজা রাখতে পারবে (যদিও কিছুটা কষ্ট হবে। তাছাড়া সংযম, ধৈর্য সাধনাই তো রোজা আমাদের শেখায়) বলে মনে করি। অতএব, ধর্মের লেবাস পরিয়ে কিংবা ধর্মের দোহাই দিয়ে আর দেরী নয়, অতিসত্বর রমজানের ছুটি বাতিল করে ঈদ উপলক্ষে পাঁচ দিনের ছুটি দেয়া হোক।

রিয়াজ রাহমান,
অর্থনীতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়